যুগান্তর

তারিখ 02 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বুয়েটে ভিসিবিরোধী আন্দোলন

সরকারের গচ্চা সাড়ে ৩ কোটি টাকা

মুসতাক আহমদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভিসিবিরোধী আন্দোলন করেছেন শিক্ষকরা। কিন্তু এর গচ্চা দিতে হচ্ছে সরকারকে। প্রায় তিন বছর আগে করা ওই আন্দোলনে ১টি ব্যাচ সেশন জটে পড়েছে। এখন সকাল-বিকাল করে ক্লাস নিয়ে এই বাড়তি ব্যাচ দু'টির সেশন শেষ করতে হবে। এর জন্য বুয়েট কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ চেয়েছে।

বাড়তি অর্থ চাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বুয়েট ভিসি অধ্যাপক খালেদা একরাম জানান, 'বর্তমানে বুয়েটে একটি ব্যাচের সেশন জট চলছে। এরমধ্যে ডিসেম্বরে আরেকটি ব্যাচ ভর্তি করা হয়েছে, যাদের জানুয়ারি মাসে ক্লাস শুরু করা হয়েছে। এই ক্লাস শুরু না করলে তাদের জুন পর্যন্ত ৬ মাস বসে থাকতে হতো, যা জাতীয় অপচয়। এই অপচয়ের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে শিক্ষকরা বাড়তি ক্লাস নিতে আগ্রহী হয়েছেন। তাদের প্রণোদনা দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ভাতা চেয়েছি।' তবে শিক্ষক আন্দোলনে একটি ব্যাচের এই সেশন জট তৈরি হয়নি বলে জানান তিনি।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষক আন্দোলনের কারণেই বুয়েটে একটি ব্যাচ বাড়তি তৈরি হয়েছে। বারবার বন্ধ হওয়ায় আশির দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল সেশন জটের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ১৯৮৮-১৯৮৯ শিক্ষাবর্ষে 'পিছিয়ে পড়া সেশন নিয়মিতকরণ বিশেষ প্রকল্পের' নামে ওই সেশন জট দূর করা হয়। এ জন্য তখন সরকার শিক্ষকদের মূল বেতনের বাইরে ২৫ শতাংশ প্রণোদনাও দিয়েছিল। এরপর বুয়েটে স্নাতকে নিয়মিত চারটি ব্যাচ ছিল। কিন্তু গত জানুয়ারির ব্যাচটি আসার আগে এবং ২০১২ সালে ভিসিবিরোধী আন্দোলনের পরে পাঁচটি ব্যাচ রয়েছে। জানুয়ারিতে নতুন ব্যাচ শুরুর পর এখন ৬টি ব্যাচের ক্লাস হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'বুয়েট বাড়তি যে অর্থ চেয়েছে টাকা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম.১

টাকা : গচ্চা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তা তাদের সেশন জট নিরসনে নেয়া উদ্যোগের জন্য। তারা একটি ব্যাচের ক্লাস বিকালে নেবে। এজন্য বার্ষিক বরাদ্দের বাইরে (বাড়তি) অর্থের প্রয়োজন। প্রস্তাব আসলে নিয়ে আমরা এই টাকা ছাড় করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি। আশা করি ছাড় হবে।'

জানা গেছে, গত বছরের ৭ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে লেখা চিঠিতে বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক খালেদা ইকরাম এই বাড়তি অর্থ চেয়েছেন। চিঠিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৪টি স্নাতক ব্যাচের স্থলে ৫টি ব্যাচকে পাঠদান করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, এছাড়া, বুয়েটে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারি মাসে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে একটি সেমিস্টার সেশন জটে থাকায় তাদের ক্লাস শুরু করতে হবে জুলাই মাসে। এটি জাতীয় অপচয়। তাই এই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীসহ মোট ৬টি ব্যাচ পাঠদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে— যা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের চাপ ও পরিধি বৃদ্ধি পাবে। তাই চলতি বছরের জুন পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা জরুরি।

চিঠিতে হিসাব করে বুয়েট কর্তৃপক্ষ জানায়, ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত আনুমানিক ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকার প্রয়োজন। এটা দেয়া হলে তাদের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টি হবে এবং উৎসাহের সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন। জানা গেছে, ভিসির এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর ইউজিসিতে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি মন্ত্রণালয়কে জানায়, উল্লিখিত বাড়তি অর্থ মঞ্জুরির সুপারিশ করে বুধবার চিঠি দিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক ফেরদৌস জামান।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম নজরুল ইসলাম এবং প্রোভিসি ড. হাবিবুর রহমানের পদত্যাগসহ ১৬ দফা দাবিতে ছয়মাসব্যাপী আন্দোলন হয়। তখন সব ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এ আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেয়। আন্দোলনের মুখে সরকার প্রোভিসিকে অপসারণ করলেও ভিসিকে রাখা হয়। তিনি পূর্ণ মেয়াদ শেষ করে সম্প্রতি অবসরে গেছেন। এরপরই বর্তমান ভিসি দায়িত্ব নিয়েছেন।